সাঁতালি গ্রামপঞ্চায়েতের নানা উদ্যোগ

আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষায় স্থানীয় স্বশাষিত সরকারের
তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
(২০১৩ – ২০১৫)

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য নর্থ বেঙ্গল ধুমকুড়িয়া অ্যাকাডেমি ট্রাষ্ট

আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষায়
সাতালি গ্রামপঞ্চায়েতের নানা উদ্যোগ

(এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন - ২০১৩ – ২০১৫)

সহযোগিতায়ঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য নর্থ বেঙ্গল ধুমকুড়িয়া অ্যাকাডেমি ট্রাষ্ট

সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

- রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত মনে করে অঞ্চলের শিক্ষা প্রোথিত থাকবে সংস্কৃতির গভীরে এবং সেটা হয়ে উঠবে অঞ্চলের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে ২০১৩ সাল থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই যাত্রাপথে সবথেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল জীবনযাপনের জন্য যে দক্ষতা লাগে তা হাতেকলমে আনন্দের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের রপ্ত করিয়ে দিতে যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা সহজেই করতে পারে এবং পাশাপাশি যাতে তাদের সার্বিক বিকাশ হয়।

এছাড়াও ১৪ বৎসর থেকে মোটামুটি ২৫ বৎসর পর্যন্ত যারা বিভিন্ন কারণবশতঃ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে পারেনি এবং জীবিকা নির্বাহের তেমন কোন সংস্থান ও নেই তাদেরকে আমরা গ্রামীণ জীবনযাপনের উপযোগী কিছু বিষয়ে দক্ষ করে ও সহায়তা দিয়ে কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা করেছি যার মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারে কিছুটা বাড়তি আয়ের যোগান সারা বছর ধরে দিয়ে যেতে পারে এবং হতাশা মুক্ত হতে পারে।

তবে ২০১৩ সালে বৃহৎ উদ্দেশে নেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ ২০১৫ সালে যে ব্যাপকতা লাভ করেছে তা কলকাতাস্থিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ ও তার স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য "নর্থ বেঙ্গল ধুমকূড়িয়া অ্যাকাডেমি ট্রাষ্ট"- এর যৌথ উদ্যোগ ব্যতিরেকে কখনোই সম্ভবপর হত না।

আর সবশেষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই নব গঠিত আলিপুরদুয়ার জেলার সভাধিপতি শ্রী মোহন শর্মা, সহ সভাধিপতি শ্রী অতুল সুব্বা, শিক্ষা কর্মাধক্ষ্যা শ্রীমতি আশা নার্জিনারী, স্বাস্থ্য কর্মাধক্ষ্যা শ্রীমতি রোশনী বাগওয়ার, ডি পি এস সি চেয়ারম্যান শ্রী সমীর নার্জিনারী, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতি নির্মলা মাঝি, প্রাক্তন ও বর্তমান ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী চন্দ্রসেন খাতি এবং Ms. Lendup Chhoden Sherpa, শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া কর্মাধক্ষ্য শ্রী প্রেম লামা, সমিতি এডুকেশন আধিকারিক শ্রী অর্পূব রায়, কালচিনি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী সুরজিত পাল এবং পঞ্চায়েত সমিতির সকল সদস্য/সদস্যা ও আধিকারিকগণকে। পাশাপাশি আমরা কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই মেন্দাবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েতের সকল সদস্য/সদস্যাগণ, আধিকারিকগণ, গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সকল সহায়িকা, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকামণ্ডলীকে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সম্প্রসারক, সহ সম্প্রসারক সহ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার সকল স্তরের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে যাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ আমরা এতটা পথ অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়েছি এবং আশা রাখছি ভবিষ্যতেও তাদের সহযোগীতার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাকে আরো সফলভাবে এবং বৃহৎ আকারে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

মনোজ বরুয়া
প্রধান, সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত

কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি তার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে শিক্ষাঙ্গনে যে হাতেকলমে আনন্দদায়ক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষানির্ভর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা এক কথায় অভিনব। আশা রাখছি অন্যান্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলিও এই উদ্যোগে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসবে।

Anarjinary
22-02-16

ASHA NARJINARY
Karmadhyksha
Siksha, Sanskriti-O-Krira
Alipurduar Zilla Parish
P.O.&Dist Alipurdu

শিক্ষাঙ্গনে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির এই উদ্যোগের সাফল্য হার্দিকরূপে কামনা করি। পঞ্চায়েত সমিতির সকল বিদ্যালয়গুলিতে এই উদ্যোগ নিবিড়ভাবে ছড়িয়ে পড়ুক। আশারাখি কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি অন্যান্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলির পথপ্রদর্শক হবে।

Roshni Baghwar
22/02/16
Karmadhyaksha
Jana Swastha 'O' Paribesh Sthayee Samity
Alipurduar Zilla Parishad

কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির স্কুল কেন্দ্রীক এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আশাকরি সবার সহযোগিতায় শিক্ষামূলক এই উদ্যোগে শিশুদের সর্বাঙ্গিন বিকাশ ঘটবে।

Nirmala Majhi
সভাপতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে হাতেকলমে আনন্দদায়ক স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার যে উদ্যোগগুলি গ্রহণ করেছে তা প্রশংসনীয়। আশারাখি এই উদ্যোগ কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সকল গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে আরো বৃহৎভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

কর্মাধক্ষ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি
কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি

পঞ্চায়েত সমিতি উৎসাহে ও সহায়তায় পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রীক হাতেকলমে আনন্দদায়ক শিক্ষার যে বিশেষ উদ্যোগ পঞ্চায়েতগুলি তাদের অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রহণ করেছে তা প্রশংসনীয়।

Surajit pal
অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, কালচিনি সার্কেল

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীর রবীন্দ্র দর্শণের সাথে সাথে সৃজনশীল ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবসম্মত শিক্ষা গ্রহনে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির অধীন গ্রাম পঞ্চায়েতেগুলি প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে যে শিক্ষা-সংস্কৃতির সার্থক মেলবন্ধন ঘটিয়েছে তা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ উপযোগীতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই উদ্যোগকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

সমিতি এডুকেশন অফিসার, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ক। স্কুলের শিক্ষক – শিক্ষিকাগণ অঞ্চলের স্থানীয় জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে বিদ্যালয়ে যুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দক্ষ করে তুলবে তাদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে।

খ। বিদ্যালয় কতৃপক্ষ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি এবং অভিভাবক সমিতি প্রশিক্ষিত হয়ে সক্ষম হবে নিয়মিত পাঠক্রমের পাশাপাশি এই গ্রামীণ উপযোগী ও আঞ্চলিক বিষয়গুলিকে গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

গ। ১৪ বৎসর থেকে ২৫ বৎসর পর্যন্ত মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণগণ যারা কিছুই করতে পারছে না তাদের গ্রামীণ জীবন-জীবিকা উপযোগী দক্ষতা হাতে কলমে বৃদ্ধি করে তাদের সহায়ক জীবিকার কিছু ব্যবস্থা করা পরিবারের বাড়তি আয়ের জন্য।

ঘ। অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতও এই উদ্যোগে প্রভাবিত হয়ে এই ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

শুরুর কথাঃ

আমরা গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছি কিন্তু “স্থানীয় আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা” নিয়ে বিশেষভাবে তেমন কিছু করে ওঠা যায় নি। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই বিষয়েও আমাদের একটা ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য, সদস্যা ও কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার সাথে আঞ্চলিক জীবনযাত্রা নির্ভর শিক্ষাকে সংযোজন করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নানা উদ্যোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । আর এই কাজে সার্বিক ভাবে আমরা পাশে পেয়েছিলাম কলকাতার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ ও তার স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য “নর্থ বেঙ্গল ধুমকুড়িয়া অ্যাকাডেমি ট্রাষ্ট” । সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০১৩ সাল থেকে শুরু হয়েছিল পথ চলা। এই পথ চলার শুরুতেই আমরা সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলাম। আর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছিল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহাশয়া, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধক্ষ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও অন্যান্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগন । আজ ২০১৫ সালে আমরা আমাদের অঞ্চলের বেশ কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র সহ সকল প্রাথমিক,উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে এই কর্মকান্ডের যুক্ত করতে পেরেছি। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সকল উদ্যোগগুলি আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গ্রহণ করেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

১। পুষ্টি বাগানঃ

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র,মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র,প্রাথমিক,উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ৮টি বিদ্যালয়ে তৈরী হয়েছে সারা বৎসর ব্যাপী রাষায়ণিক সার বিষ বিহীন পুষ্টি বাগান। সবার এই মিলিত উদ্যোগে গ্রামবাসীরা কেউ দিচ্ছে বাগান ঘেরা দেবার বাঁশ, কেউ দিচ্ছে বাগানের মাটি ও বেড়া তৈরী করার শ্রম, পঞ্চায়েত থেকে কোথাও দেওয়া হচ্ছে ঘেরা দেবার জাল, বীজ প্রভৃতি। এছাড়াও গ্রামপঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আমরা MGNREGS এর মাধ্যমে পুষ্টি বাগান তৈরী করার জমিও চাষ করে দিয়েছি। স্কুলের ছোটছোট পড়ুয়ারা কিশোর বয়স থেকেই শিক্ষাঙ্গনে হাতে কলমে শিখে নিচ্ছে কিভাবে একটি পুষ্টিবাগান গড়ে ওঠে এবং কিভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি তারা শিখছে অপুষ্টি দূর করতে কোন কোন ধরনের শাক-সবজি বেশি করে খাওয়া উচিত এবং তাদের খাদ্যগুণও। সাথে সাথে তারা পরিচিত হচ্ছে নানা ধরণের বীজের সাথে। এইভাবে তারা আনন্দদায়ক এক প্রকৃতিপাঠের রস আস্বাদন করছে। খুব শীঘ্রই আমরা আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম শুরু করতে চলেছি।

২। ফলের গাছের নার্সারি

অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই করতে হলে বিভিন্ন শাক-সবজির পাশাপাশি মরশুম ভিত্তিক কিছু ফল খাওয়া প্রয়োজন। সাতালি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার অনেক বাড়ীতে ফল গাছের অভাব রয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য যাতে প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীর বাড়ীতে কমপক্ষে যাতে ৫ রকম ফলের গাছ থাকে যেমন পেঁপে, বেদানা, নজনে, পেয়ারা আমলকী ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যেই ২০১৫ সালে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ফল গাছের নার্সারী করে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ১৫০ অধিক চারা বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগে পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে কেউ আনে অল্প অল্প করে মাটি আবার কেউ আনে সার, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা যোগাড় করে প্রয়োজনীয় বাকি মাটি ও সার, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নার্সারীর প্রয়োজনীয় বীজ ও প্যাকেট সরবরাহ করা হয় ।এছাড়াও অনেক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় চত্বরেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নিযুক্ত স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তায় শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে নার্সারীর প্যাকেটগুলি

ভর্তি করে তাঁতে বীজও লাগানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকৃতির খেয়ালিপনার দরুন আমাদের এই উদ্যোগটি বেশ কয়েকটি স্কুলে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি তবে চলতি বৎসরে আমরা প্রথম থেকেই এই কাজের জন্য বিশেষ ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করছি।

৩। বীজ পরিচিতি

ছোটবেলা থেকেই শিশু কিশোররা বিদ্যালয়স্তর থেকেই যেন বিভিন্ন মরশুম ভিত্তিক ফসল ও শাক সব্জির বীজ চিনতে পারে এবং চাষের পদ্ধতি শিখতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই স্কুলে স্কুলে বীজ পরিচিতির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । ইতি মধ্যেই ৮টি স্কুলে এই কাজ করা হয়েছে, বাকি স্কুল গুলিতেও খুব দ্রুতই বীজ পরিচিতির কাজ সম্পন্ন করা হবে।এর মাধ্যমে হাতে কলমে প্রত্যক্ষভাবে তারা বিভিন্ন বীজ সম্পর্কে জানবে এবং কোন ফসলের বীজ কেমন, সেটি কোন সময় লাগাতে হয় সেই বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

৪। পুষ্টি ম্যাপিং

দেশ গঠন কিংবা শিক্ষার উপলব্ধির ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরি, কারণ শারীরিক বিকাশের সাথে সাথে মানষিক বিকাশ অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে যুক্ত আর এজন্য ছোটবেলা থেকে প্রথমেই তাদের অপুষ্টির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির এই সুপারিশের কথা মাথায় রেখে অপুষ্টির খোঁজে তাই স্কুলে স্কুলে পুষ্টি ম্যাপিং (BMI) শুরু করেছে সাতালি গ্রামপঞ্চায়েত। শিশুদের BMI নির্ণয় করে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের তার শিশুর পুষ্টি সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকারের রাষায়ণিক সার বিষ বিহীন ফসলের উপযোগীতা ও সেই আঙ্গিকে স্কুলের পুষ্টি বাগানের গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে। সাতালি গ্রামপঞ্চায়েত এখন পর্যন্ত ১১টি স্কুল এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে ৩৮৫জন ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির মান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।পরবর্তী পর্যায়ে সাতালি গ্রামপঞ্চায়েত এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে চিহ্নিত ১২৩জন হলুদ ও ৩০ জন লাল মোট ১৫৩জন ছাত্র/ছাত্রীর মধ্য থেকে সবথেকে অপুষ্ট ৫২ জন শিশুকে ৭ – ৮ ধরণের শাক – সব্জির বীজ দেওয়া হয়েছিল ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করার উদ্দেশ্যে। শিশু এবং তার পরিবারের যৌথ এই উদ্যোগ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৫। শিক্ষাঙ্গনে স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা, সৃজনমূলক ও কর্মমূলক পাঠ ও শিল্পকলার চর্চা

বর্তমান পাঠ্যক্রম, পাঠ্য ও কৃত্যসূচীতে শিশুর আনন্দ আকর্ষণকে এক অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নতুন শিক্ষাক্রমে সৃজনশীল কৃত্যসূচীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর সাথে সাথে মহাপুরুষের জীবনের গল্প, আত্মচরিত শোনা, বলা ও পাঠ করার মাধ্যমে শিশুর কাছে একটি লক্ষ্য ও আদর্শ স্থাপন খুবই জরুরী। এই ভাবনাকে সামনে রেখে সাতালি গ্রামপঞ্চায়েত স্কুলের নিয়মিত পড়াশুনাকে ব্যহত না করে তাদের স্থানীয় কিছু জ্ঞানি ও দক্ষ মানুষজনকে স্কুলে স্কুলে যুক্ত করেছে ছোট ছোট শিশুদের মানষিক ও নানান সৃজনাত্মক প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে। আবার কোন কোন স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে কোথাও শিশুরা আনন্দের মাধ্যমে জানছে নানা বিষয় যেমন কিভাবে কাগজ, মাটি, গাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করা যায়, কোথাও তারা শিখছে নাচ, গান, ছড়া, আবৃত্তি আবার কোথাও বা শিখছে খেলাধুলা বা ব্যায়াম। পাশাপাশি তারা শুনছে নানা শিক্ষামূলক গল্প। এখন পর্যন্ত সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত ২৩টি স্কুলের মধ্যে ১০টি স্কুলে ১০জন স্থানীয় জ্ঞানে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্ত করে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক/শিক্ষিকারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে আনন্দদায়ক শিক্ষা প্রদান করছেন এবং স্থানীয় পরিবেশ ও ইতিহাসের বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা দান করে চলেছেন।

৬। শিক্ষাঙ্গনে অডিও-ভিসুয়াল পাঠদান

শিশুদের আনন্দপাঠের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পঞ্চায়েত শুরু করেছে স্কুলে স্কুলে সপ্তাহে অন্তত একদিন অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমের শিক্ষাদান। দৈন্যন্দিন বিভিন্ন সু-অভ্যাসের পাশাপাশি যেখানে থাকে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানান বিষয় এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছে এই অডিও-ভিসুয়াল পাঠদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করতে। বর্তমানে আমরা এই উদ্যোগে আমাদের অঞ্চলের সকল বিদ্যালয়কে আনতে সমর্থ হয়েছি।

৭। শিক্ষামূলক পরিদর্শন

বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্বর্তী সুপারিশক্রম নতুন পাঠক্রমে ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বইয়ের পাশাপাশি যার মধ্যে দিয়ে পড়ুয়ারা তার স্থানীয় ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারছে। সাতালি গ্রামপঞ্চায়েত বিদ্যালয়ের VEC কমিটিতে আলোচনা ও অভিভাবকদের সহমতের ভিত্তিতে গ্রামপঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য/শিক্ষা সঞ্চালক/প্রধানের উপস্থিতিতে এখন পর্যন্ত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংঘটিত করতে সমর্থ হয়েছে স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থান যেমনঃ রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি জায়গায়।

সাতালি গ্রামপঞ্চায়েতের এই উদ্যোগকে মান্যতা দিয়ে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি তাদের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে এই উদ্যোগকে ছড়িয়ে দিতে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার সকল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা প্রাথমিকওউচ্চপ্রাথমিক,মাধ্যমিক,উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/ শিক্ষিকা ও মাধ্যমিকশিক্ষা কেন্দ্রের সম্প্রসারক সম্প্রসারক, এ ছাড়াও সরকারি আধিকারিক,বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে কালচিনি সাবিত্রী ধর্মশালা সারদিন ব্যাপী একটি ভাবনা বিনিময় সভার আয়োজন করেছিল। এই ভাবনা বিনিময় সভায় তারা গুরুত্ব দিয়েছিল যাতে সকল বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পুষ্টি বাগান ও ফল গাছের নার্সারী থাকে এবং অডিও-ভিশুয়ালের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দমুখর পাঠদান করা যায়।

স্কুলছুটদের নিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম

শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি সাতালি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত স্বপ্ন ও দিশাহীন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলাদের নিয়ে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার করে ও কৃষি ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে এক নতুন দিশার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।এই উদ্যোগকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আমাদের গ্রামপঞ্চায়েত কমবেশী ৯৪ অধিক কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলাদের বিভিন্ন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে সম্ভবপর

হয়েছে। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা আমাদের উদ্যোগের ফলে নানান জিনিষ শিখে কিছুটা হলেও পারিবারি আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টির মানোন্নয়ন করতে পেরেছে। আমাদের আশা গ্রামপঞ্চায়েতের এই উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকার বিশেষত মহিলারা তাদের বাড়িতে থেকে নতুন নানা রকম জিনিস শিখে কিছু অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যমে পরিবারে কিছুটা অপুষ্টি,অস্বচ্ছলতা বা অভাব দূর করতে পারবে।

উদ্যোগের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া শুরুর ইতি কথাঃ

সাতালি গ্রামপঞ্চায়েত তার সকল সদস্য/সদস্যাগণ ও কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও সহমত তৈরি করে তাদের সহায়তায় এবং অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য "নর্থ বেঙ্গল ধুমকূড়িয়া অ্যাকাডেমি ট্রাষ্টের মধ্যে যৌথ সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কাজটি শুরু করে।

শুরুতেই তাদের সহযোগীতায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে সংসদ ভিত্তিক মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত স্বপ্ন ও দিশাহীন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলা্দের চিহ্নিতকরণ করা হয়। সংসদ ভিত্তিক চিহ্নিত এইসকল দিশাহীন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলা্দের নিয়ে শুরু হয় বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ ও কাজ। আমাদের আশা এর মাধ্যমে আমরা তাদের নানা রকম গ্রামীণ জীবন-জীবিকা নির্বাহের উপযোগী পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার এক দিশা দিতে পারব।

প্রত্যেক মরশুমের আগে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য "নর্থ বেঙ্গল ধুমকূড়িয়া অ্যাকাডেমি ট্রাষ্টের" সহযোগীতায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে কি কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে মরশুম ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ যুবক – যুবতীদের, পুরুষ - মহিলাদের আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয় । প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলি একত্রিকরণ করে ও সুপারিশ সহ গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাগন গ্রামপঞ্চায়েতে জমা দেন।

পরবর্তী ধাপে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতে সবগুলি আবেদনপত্র একত্রিকরণ করে প্রয়োজনীয় বীজ ও উপকরণ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করি। প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ করার পর তা গ্রামপঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য/ সদস্যাবৃন্দকে সরবরাহ করি। তারপর প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ নিজ নিজ সংসদে মাষ্টাররোলের মাধ্যমে উপভোক্তাদের

বীজ বা উপকরণ সরবরাহ করে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যের কর্মীদের সহযোগীতায়। অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যের কর্মীবৃন্দ গ্রামপঞ্চায়েতের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ক্রমাগত উপভোক্তাদের কারিগরি ও হাতে কলমে সহায়তা করায় এই কাজ প্রত্যেক সংসদেই দ্রুত প্রভাব বিস্তার লাভ করছে।

এই পদ্ধতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে ধরণের উদ্যোগগুলি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলঃ

১। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ
২। ব্যবসা ভিত্তিক সব্জী বাগান
৩। আদা উৎপাদন কেন্দ্র
৪। নতুন ফসলঃ ব্রকোলী, ক্যাপ্সিকাম
৫। বিভিন্ন প্রকার আসবাবী গাছের নার্সারী

৬। ভার্মি কম্পোষ্ট ও অ্যাজোলা তৈরী
৭। মিশ্র ডাল চাষ
৮। গাছের কলম ও বাঁশের কঞ্চিকলম তৈরী
৯। আলুর বীজ থেকে আলু উৎপাদন
১০। নারকেল চারা তৈরী
১১। গোলমরিচ চাষ
১২। পশু পালন
১৩। হাতের কাজঃ পুরানো কাপড় দিয়ে জিনিষ তৈরী

১। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণঃ

২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সাতালি গ্রামপঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ৯৪জনের অধিক মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলাকে চিহ্নিত করে তাদেরকে ব্যবসা ভিত্তিক সব্জী বাগান, আদা ও হলুদ উৎপাদন কেন্দ্র, গোল মরিচ চাষ, বিভিন্ন প্রকার গাছের নার্সারী, ব্রকোলী উৎপাদন, আলুর বীজ থেকে আলু তৈরী, বাদাম চাষ, পশু পালন, বিভিন্ন প্রকার মিশ্র ডাল চাষ (যেমন –মুসুর ও তিসি, খেসারী ও তিসি) আলে ও পতিত জমিতে অড়হর চাষের উপযোগীতা সম্পর্কে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এছাড়াও তাদেরকে ভার্মি কম্পোষ্ট ও অ্যাজোলা তৈরী, ফল গাছের কলম তৈরী, জৈব কীটরোধক তৈরী, নারকেল চারা তৈরী, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে সক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

২। ব্যবসা ভিত্তিক সব্জী বাগানঃ

বিভিন্ন মরশুমে ৪৫ জন শিক্ষার্থী ব্যবসা ভিত্তিক সব্জী বাগান কিভাবে করতে হয় সেই কলা-কৌশল সফলভাবে শিখে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে তারা আয় করেছে কমবেশী প্রায় সর্বমোট ৩৬০০০টাকা। সব্জী উৎপাদন করে বাজারজাত করার পাশাপাশি তাদের ভিতর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে পরবর্তী মরশুমের জন্য বীজ সংরক্ষণ করার অভ্যাস।

৩। আদা উৎপাদন কেন্দ্রঃ

২০১৪ সালে ৫ জন শিক্ষার্থীকে আমরা সহায়তা করেছিলাম আদা উৎপাদন কেন্দ্র তৈরীর জন্য। অতি বৃস্টির ফলে জমিতে জল জমার ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি। ২০১৪ সালে সেই সকল শিক্ষার্থীরা পুনরায় আদা উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী করেছে। এর সাথে সাথে আরো ৫ জনকে দিয়ে ২০১৫ সালে নতুন করে উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী করা হয়েছে।

৪। নতুন ফসলঃ ব্রকোলী, পঞ্চমূখী কচু

সাধারণ ফুলকপি থেকে ব্রকোলী অনেক বেশী পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এবং এই অঞ্চলে হাটে ব্রকোলী আমদানী হয় বাইরে থেকে। তাই ২০১৪ সালে আমরা ৬ জন শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করেছিলাম। এই ৬ জনের মধ্যে কেহই বিভিন্ন কারণে সফল ভাবে ফসল উৎপাদন করতে পারেনি। এই বৎসর পুনরায় ৫ জনকে দিয়ে এই ব্রকোলি চাষ করানো হয়েছে, এদের মধ্যে ২জন ইতিমধ্যেই বিক্রি শুরু করেছে, বাকিদের এখনো বিক্রি করার মত পর্যায় আসেনি। বিগত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর অনেকেই এই নতুন ফসল ব্রকোলি চাষ করে সফলতা লাভ করেছে বলে তাদের মধ্যে এক বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে ।

সাতালি গ্রামপঞ্চায়েতে আমরা দেখেছিলাম পঞ্চমূখি কচুর বাজারে প্রচুর চাহিদা থাকলেও উৎপাদন খুবই কম। ২০১৫ সালে আমরা ৪ জনকে দিয়ে এই পঞ্চমূখি কচুর বীজ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করেছিলাম এবং এই উদ্যোগটি খুবই সফলতা লাভ করেছে। আমাদের আশা ২০১৬ সালে ফেরতপ্রাপ্ত বীজ থেকে আরো ৪টি উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী হবে। সবথেকে বড় কথা আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি যে এই সকল শিক্ষার্থীদের সকলেই বীজ রাখতে শিখেছে এবং তারা এই বছরও করবে।

৫। বিভিন্ন প্রকার নার্সারীঃ

এখন পর্যন্ত ৪ জন শিক্ষার্থী আসবাবী গাছের নার্সারী করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মোট প্রায় ৮০০০ চারা তৈরী করেছে । হাতি এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগে অধিকাংশ চারা নষ্ট হয়েছে,যেসব চারা বেচে ছিল তার মধ্যে কিছু চারা বিক্রি করার তাদের প্রায় ৩০০০টাকা আয় হয়েছে। বাকি যে পরিমাণ চারা আছে তা এই বৎসর বিক্রি করা হবে।

৬। ভার্মি কম্পোষ্ট ও অ্যাজোলাঃ

এলাকায় ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরির বিষয়ে বিশেষ ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই ভার্মিকম্পোষ্টের উপযোগীতা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরে তারা বাড়িতে সার তৈরি করে ফসল চাষ করে চলেছে । অধিকাংশ শিক্ষার্থী যারা অ্যাজোলা করেছে তারাও নিয়মিত ভাবে পশুদের উৎপাদিত অ্যাজোলা খাওয়াচ্ছে।

৭। মিশ্র ডাল চাষঃ

সাতালি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় সামান্য পরিমাণ চাষের জমী থাকলেও তা ধান কাটার পর জমিগুলি খালি বা ফাকাই পড়ে থাকত। আমরা ২০১৫ সালের রবি মরশুমে ৫জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে মিশ্র ও পয়রা করে ডাল চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখছে-

(১) অসেচ সেবিত জমির রস বা জো-কে কিভাবে কাজে লাগানো যায়

(২) জমির চারধারে তিসির চাষ এবং ভিতরে ডাল চাষ করলে গরু,ছাগল বা অন্য পশুদের হাত থেকে মূল ডালটিকে অনেকাংশে রক্ষা করা যায়

(৩) একটি ফসল চাষ করার ফলে ফসলে বিভিন্ন রকম রোগপোকার আক্রমণ হয়, প্রধান ফসলের সাথে সাথি ফসল থাকলে রোগপোকার আক্রমণ থেকে ফসলে কে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

৮। গাছের কলম ও বাঁশের কঞ্চিকলম তৈরীঃ

২০১৪ সালে ফল গাছে কলম তৈরীর ২৫জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে প্রায় ১২৫টি বিভিন্ন ফল গাছের কলম সফল ভাবে তৈরি করে ৮০টির মত কলম গড়ে ২০টাকা দরে বিক্রি করে ।এই উদ্যোগের পাশাপাশি ২০১৫ সালে নতুন করে ৩জনকে দিয়ে ১৮টি বাঁশের কঞ্চি কলম তৈরি করা হয়। একদম নতুন এই উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছিলাম বাঁশ গাছের

কলম তৈরীর করার জন্য। প্রাথমিকভাবে আমরা দেখেছিলাম যে এই বাঁশের কঞ্চিকলম বেশ ভালো তৈরী হচ্ছিল কিন্ত প্রাকৃতিক কারণবশত এই ৩জন শিক্ষার্থীকে দিয়ে যে ১৮টি কঞ্চিকলম হয়েছিল তার মধ্যে ৫-৬ বাদে সম্পূর্ণটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এই ২০১৬ সালে আমাদের ইচ্ছা আছে যে বাঁশের কঞ্চিকলম নিয়ে আবার এক বৃহৎ প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

৯। আলুর বীজ থেকে আলু উৎপাদনঃ

এটিও এই অঞ্চলের একটি সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ। আমরা জানতাম না এইরকম আলুর বীজ পাওয়া যায়। আমাদের সহযোগী যৌথ সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর মাধ্যমে এই বীজ পাবার পর আমরা ১জন শিক্ষার্থীকে এই উদ্যোগে সংযুক্ত করি বর্তমানে ধ্বসা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে । উদ্যোগটি আগামীতে আরো ব্যাবপক ভাবে প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এর ফলে এলাকার চাষিরা উপকৃত হবেন । আলু চাষের খরচও অনেক কমে যাবে ।

১০। নারকেল চারা তৈরীঃ

নারকেলের চাহিদা এই অঞ্চলে ব্যপক কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিকে অনেক পয়সা খরচ করে চারা কিনতে হয় বাজার থেকে। এই দিকে নজর দিয়ে আমরা ২০১৫ সালে ৫ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে নারকেলের চারা কিভাবে তৈরী করতে হয় তা শিখিয়ে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করার জন্য ইতিমধ্যেই নারকেল বীজ ক্রয় করা হয়েছে, খুব শীঘ্রই তা মাটি পোতা হবে।

১১। গোলমরিচ উৎপাদন কেন্দ্রঃ

গোলমরিচ একটি অর্থকরী ফসল। আমাদের অঞ্চলে প্রায় সকলের বাড়িতেই সুপারী গাছ দেখা যায় কিন্তু তুলনামূলকভাবে গোলমরিচ গাছ কম। এই কথা চিন্তা করে ২০১৪ সালে আমরা আমাদের এলাকার ২৭ জন উৎসাহী শিক্ষার্থীকে সুপারী গাছে গোলমরিচের যে এক বিরাট সম্ভাবনা আছে তার স্বপ্ন দেখাই এবং এই ২৭ জনের প্রত্যেককে আমরা ১৮টি করে গোলমরিচের চারা প্রদান করি। বর্তমানে প্রায় ১৭-১৮ জনের মত শিক্ষার্থী সফলভাবে এই উদ্যোগটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে একজন শিক্ষার্থীর গোলমরিচ গাছে ইতিমধ্যে ফসল এসে গেছে।

১২। শূকর পালন ও উৎপাদন কেন্দ্রঃ

এই অঞ্চল, শূকর রপ্তানীর এক বড় কেন্দ্র এবং চাহিদাও প্রচুর। এমন সম্ভাবনা দেখে ২০১৪ সালে আমরা ১ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ১টি বিশেষ প্রজাতির শূয়োর প্রদান করেছিলাম। বর্তমানে সেই শিক্ষার্থী তা লালন পালন করে সফলভাবে উৎপাদনকেন্দ্র তৈরী করেছে। এখনও অবধি সে ৫-৬ টি শূকর ছানা বিক্রি করে প্রায় ৮৫০০/- টাকা আয় করতে সমর্থ হয়েছে। এখন আবার শূকরটি সন্তানসম্ভবা। আমাদের প্রচেষ্টা এই বছর আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে আমরা আরো কয়েকটি শূকর পালন ও উৎপাদন কেন্দ্র করব।

১৩। হাতের কাজঃ

পুরানো কাপড় দিয়ে দৈনন্দিন ব্যবহার উপযোগী জিনিষ তৈরীঃ

আমাদের অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত গরীব। গরীব হলেও আমরা দেখেছিলাম সকল মানুষই পরিধেয় কাপড় পুরানো হয়ে গেলে তা দিয়ে আর বিশেষ কিছু করে না পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে বেশ কিছু মহিলাদের ভিতর হাত ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করার দক্ষতা আছে। আমরা ভাবছিলাম এইসব মহিলাদের দক্ষতাকে যদি কোনোভাবে কাজে লাগানো যায়। এমতাবস্থায় আমরা ২০১৫ সালের শেষের দিকে আমাদের মাঝে পেয়েছিলাম ডেনমার্ক দেশ থেকে আগত এই বিষয়ের দুই বিশেষজ্ঞকে। ১৪ জন শিক্ষার্থী তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে এখন তারা পুরানো শাড়ী, জামাকাপড় দিয়ে তৈরী করতে শিখেছে ছোট ছোট ব্যাগ, ঘরে পা মোছার পাপস প্রভৃতি।

এইভাবে আমরা সাতালী গ্রাম পঞ্চায়েত, অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভস ও তার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য "নর্থ বেঙ্গল ধুমকুড়িয়া অ্যাকাডেমি ট্রাষ্টের" সহযোগীতায় এবং যৌথ উদ্যোগে এক বৃহৎ উদ্দেশ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি।

'... মানুষের কাছে যাও

তাদের মধ্যে থাকো

মানুষের কাছ থেকে শেখো

তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করো

মানুষের যা আছে সেটাকেই সমৃদ্ধ করো।

মনে রেখো,... ভালো নেতা সেই

যার কাজ শেষ হয়ে গেলে

মানুষ বলে যে, আমরাই করেছি।'

মনোজ বরুয়া
প্রধান

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য / সদস্যাগণঃ

১) রাজ কেরকেট্টা, উপ-প্রধান
২) সরিতা ছেত্রী
৩) খোকন সরকার
৪) মুন্নী শেখ
৫) লক্ষীদেবী প্রসাদ চৌধুরী
৬) সঞ্জয় ব্রক্ষ
৭) সরিতা নার্জিনারী
৮) সুনীল ধানোয়ার
৯) জহরলাল কুজুর
১০) পম্পি নার্জিনারী
১১) বজিতা লাকড়া
১২) কুমার ছেত্রী
১৩) মঙ্গল ইন্দুয়ার

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দঃ

১) দীপক কুমার ঘোষ, সচিব
২) চন্দন নিয়োগী, সহায়ক
৩) দেবাশীষ দে, সহায়ক
৪) দীপঙ্কর দাস, জি. পি .কর্মী
৫) মিঠু সাহা, জি. পি. কর্মী
৬) সুখলব সরকার, জি. পি. কর্মী
৭) ভবতোষ দাস, টি. এ.

AHEAD Initiatives
5/1/2G, Cornfield Road, Kolkata: 700019, Tel: +91 33 4067 0369